0 9 FEB 2016
তারিখ 09 FEB 2016
পৃঃ ... কলাম ...

প্রথম আলো

সিটি কলেজের ঘটনা

আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তাবিত কেন্দ্র বাতিলের দাবিতে ঢাকা সিটি কলেজের পরীক্ষার্থীরা গত রোববার প্রায় সাত ঘণ্টা মিরপুর সড়ক অবরোধ করে রাখে। এতে মিরপুর রোড তো বটেই, রাজধানীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কেও তীব্র যানজট দেখা দেয় এবং দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ।

সোমবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত খবরে জানা যায়, গত বছর সিটি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা পাশের গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিল। এবার তা পরিবর্তন করে রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কলেজ থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র অনেক দূর হওয়ায় তাদের যাতায়াতে সমস্যা হবে। কেন্দ্র বদলের দাবিতে তারা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে গেলে তিনি সময় চান। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে।

কোনো দাবি পূরণ না হলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করার ঘটনা নতুন নয়। গত বছরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফির ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছিলেন। কিন্তু সেই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকলেও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ থাকেনি। তারা কলেজের ভেতরে ভাঙচুর চালায়। ফলে তাদের এই বিক্ষোভে সাধারণ মানুষই দুর্ভোগে পড়েনি, সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অজানা নয় যে কলেজ কর্তৃপক্ষ পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ করে না। এটি করে শিক্ষা বোর্ড। কলেজ কর্তৃপক্ষ বড়জোর তাদের কাছে সুপারিশ করতে পারে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে কিংবা শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে দাবি আদায়ের এই পদ্ধতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পরীক্ষার কেন্দ্র বদল কিংবা অন্য যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে, রাজপথে কিংবা ক্যাম্পাসে শক্তি প্রদর্শন করে নয়।

তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছেও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে। শিক্ষার্থীরা অধৈর্য হলেও তাঁদের মাথা গরম করা ঠিক হবে না।